মা ও আইন।

মা'কে দেখেছি সংসারের সব কাজ করতো আর বাবা উপার্জন করতো। দুজনার চেষ্টায় গড়ে উঠলো তাদের সংসার। মা'র চিন্তার অন্ত ছিলনা - সারাদিন তার ছেলেমেয়েরা কি খাবে কখন স্কুলে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। যা সব বাঙালী মায়েরাই করে থাকে। বাবা অফিস থেকে এলে তার লেবুর সরবৎটা দিতে কখনো ভুলে যেতেন না। মা ঘরে না থাকলে বুঝি একদিনও চলতো না।

আমি দেখেছি বাবা-মা কিভাবে সংসার-খরচ কমিয়ে নিজেদের আনন্দ বিসর্জন দিয়ে সঞ্চিত অর্থে নিজেদের বাড়ী বানানোর পরিকল্পনা করলো। কোথায় শোবার ঘর হবে কোথায় রান্না ঘর হবে কোথায় অতিথিদের বসবার ঘর হবে তা ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে এঁকে এঁকে ঠিক করলো। সেই পরিকল্পনায় একটা ছোট্ট বাড়ী বানালো। মা একটি একটি করে আসবাবপত্র কিনে মনের মত বাড়ী সাজালো, বাগান করলো। এই বাড়ীটা ঘিরেই যেন ছিল তার জগৎ। আমি বড় হয়ে বিদেশে চলে এলাম।

একদিন বাবা হঠাৎ করে মারা গেলেন। শুনতে পেলাম প্রচলিত আইন অনুযায়ী মা বাড়ীর মাত্র ছোট্ট একটা অংশ (ষোল ভাগের এক ভাগ) পাবেন আর বেশীর ভাগ অংশ তার ছেলেমেয়েরা পাবে। তাই ভাইয়েরা উঠে পড়ে লাগল এই বাড়ীটা ভেঙ্গে ভাগ করে তাদের নিজের বাড়ী বানাতে। আর মাকে তারা আইন অনুযায়ী তার প্রাপ্য অংশের সমান অর্থ দেবার প্রস্তাব দিল। মায়ের আর কোন অধিকার থাকল না এ বাড়ীতে বাস করবার বা এ বাড়ী রক্ষা করবার।

মায়ের সব স্মৃতি ঘুরে ঘুরে মরছে, মাথা খুঁড়ে মরছে এই বাড়ীর ভিতর। এই বাড়ী সে নিজের হাতে স্বপ্নের মত করে বানিয়েছে। এই বাড়ীতে তার বাচ্চাদের বড় করেছে, এই বাড়ীতে বাচ্চাদের বিয়ের উৎসব করেছে। এই বাড়ীতে তার সারা জীবনের সাথী মারা গেছে। এই ছোট্ট বাড়িতে তার জীবনের শোক আর উৎসব সবই হয়েছে। এখন এই বাড়ী ভাঙ্গতে বুলডজার এল। মাকে আর কোথাও দেখা গেলনা। অনেক খোঁজাখুঁজির পর মাকে পাওয়া গেল নানীর বাড়ীতে যেখানে বেণী দুলিয়ে ছোট্ট মেয়ে হয়ে একদিন সে জীবনের শুরু করেছিল। আজ নিজের সন্তানদের কাছে আর আইনের কাছে হেরে গিয়ে সে আবার নিরুপায় হয়ে এখানেই শেষ বয়সে শেষ আশ্রয় নিল।

এই জন্যই কি মেয়েরা মিথ্যেমিথ্যি স্বামীর সংসারকে নিজের মনে করে জীবনের সুন্দর সময়টা বিলীন করে দেয়? সে সংসার কি কখনোই তার নিজের হয়না? দুজনার চেষ্টাতেই যদি একটা সংসার হয় তবে স্বামীর মৃত্যুর পরে তার সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রীর হবে না কেন? তাছাড়া বিদেশে যে নিয়ম আছে বিবাহিত জীবনে যা কিছু সম্পত্তি সব কিছুতেই দুজনের সমান অধিকার। এ আইন আমাদের দেশে নাই কেন?

আইন মানুষের মঙ্গলের জন্য। কিন্তু এ আইন মায়েদের প্রতি অমংগল ডেকে আনে। আমি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এ বিষয়টা ভেবে দেখার জন্য। দেশের এ আইন পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

সুকণ্ঠি